কৃষি তথ্য বার্তা

মাসিক কৃষি তথ্য বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৫০তম বর্ষ ❑ চতুর্থ-সংখ্যা ❑ শ্রাবণ-১৪৩৩, জুলাই-আগস্ট, ২০২৬ ❑ পৃষ্ঠা ৮

কক্সবাজারে কৃষি তথ্য সার্ভিস এর ৩ দিনব্যাপী সঞ্জীবনী... ২

রাজশাহীতে সারের সংকট নেই, পাচার রোধে কঠোর নজরদারির... ৩

কৃষিজমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে উৎপাদনশীলতা ও ... ৪

ময়মনসিংহে বাণিজ্যিকভাবে খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ... ৫

পেঁয়াজ সংরক্ষণে নতুন করে ১৫ হাজার এয়ার ফ্লো মেশিন দেয়া হবে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, পেঁয়াজ সংরক্ষণের সক্ষমতা বাড়াতে কৃষক পর্যায়ে নতুন করে আরও ১৫ হাজার এয়ার ফ্লো মেশিন দেওয়া হবে।

গত ২৩ জুলাই ২০২৬ রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে 'বাংলাদেশের পেঁয়াজ উৎপাদন এলাকায় পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রতিকূল প্রভাব প্রশমনে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ সংরক্ষণের অভিযোজন প্রকল্প'-এর জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মাহফুজুর রহমান।

মন্ত্রী বলেন, দেশে পেঁয়াজের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় বেশি হলেও পর্যাপ্ত সংরক্ষণ সুবিধার অভাবে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ আমদানি করতে হয়। সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাড়ানোর মাধ্যমে পেঁয়াজ আমদানি শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা এবং উৎপাদন বাড়িয়ে ভবিষ্যতে পেঁয়াজ রপ্তানি করা হবে।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, 'আমাদের এক কোটি মানুষ দেশের বাইরে থাকে। তারা দেশীয় পেঁয়াজ খেতে চায়। বিশ্বের অন্যান্য দেশে উৎপাদিত পেঁয়াজ প্রায় সবজির মতো। প্রকৃত পেঁয়াজ বলতে আমাদের দেশীয় পেঁয়াজকেই বোঝায়।'

কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'দেশে চাহিদার তুলনায় পেঁয়াজের উৎপাদন বেশি হলেও সংরক্ষণের অভাবে আমাদের আমদানি করতে হয়। তাই আমরা পেঁয়াজের সংরক্ষণ সক্ষমতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর মাধ্যমে পেঁয়াজ আমদানি শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হবে। একইসঙ্গে

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

সারের অনিয়ম-দুর্নীতিতে সরকারের 'জিরো টলারেন্স'- কৃষি সচিব

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. সেলিম খান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃত্রিম সার সংকট সৃষ্টি করে কৃষকদের সার প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি এবং সার ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকার কঠোর অবস্থানে রয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষি সচিব মো. সেলিম খান।

গত ১৫ আগস্ট ২০২৬ (শনিবার) দুপুরে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে মাঠপর্যায়ে সার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

পর্যায়ক্রমে আমদানি নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসবে দেশ– মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপরত কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

কৃষি ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, সরকারের প্রথম ১৮০ দিনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও অগ্রগতি সন্তোষজনক। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে দেশ পর্যায়ক্রমে কৃষিপণ্য আমদানি নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসবে।

১৮ আগস্ট ২০২৬ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন কৃষিমন্ত্রী। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, দেশে বর্তমানে সারের কোনো সংকট নেই;

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

খাগড়াছড়িতে বিসিআরএল প্রকল্পের নতুন ফসল নির্বাচন বিষয়ক পরামর্শমূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. জাকির হোসেন, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ শাখা) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

খাগড়াছড়িতে বিল্ডিং ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লাইভিং ইন ভালনারেবল ল্যান্ডস্কেপস ইন বাংলাদেশ (বিসিআরএল) প্রকল্প এলাকার জন্য নতুন ফসল নির্বাচন বিষয়ক পরামর্শমূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (৩ আগস্ট ২০২৬) সকাল ১০টায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)-এর পার্বত্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ির কনফারেন্স রুমে এ কর্মশালার আয়োজন করে বিসিআরএল প্রকল্প, ঢাকা এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), খাগড়াছড়ি।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, অতিরিক্ত পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. জাকির হোসেন, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ শাখা), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা। বিশেষ অতিথি ছিলেন মো. রওশন আলম, পরিচালক (পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা।

কর্মশালার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষিবিদ নাসির উদ্দিন চৌধুরী, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মোহাম্মদ লোকমান হোসাইন মজুমদার, কম্পোনেন্ট ডিরেক্টর, বিসিআরএল প্রকল্প, ঢাকা।

কর্মশালায় পার্বত্য অঞ্চলের জলবায়ু ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং কৃষকদের চাহিদা বিবেচনায় রেখে চাষযোগ্য নতুন ফসল ও উন্নত জাত নির্বাচন, উৎপাদন সম্প্রসারণ এবং জলবায়ু সহনশীল কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা নতুন সম্ভাবনাময় ফসল চিহ্নিতকরণ, গবেষণা-সম্প্রসারণ কার্যক্রমের সমন্বয় এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন।

কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তিন পার্বত্য জেলার উপপরিচালক, বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রধান কর্মকর্তাবৃন্দ, বিজ্ঞানী, কৃষি বিশেষজ্ঞ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধি, বিভিন্ন এলাকার হেডম্যান-কারবারী, তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা এবং কৃষক-কৃষাণীরা অংশগ্রহণ করেন।

কৃষিবিদ অলি সিংহ রায়, কৃতসা, রাঙ্গামাটি অঞ্চল

কক্সবাজারে কৃষি তথ্য সার্ভিসের ৩ দিনব্যাপী সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মোঃ মসীহুর রহমান

কৃষি তথ্য সার্ভিস খামারবাড়ি ঢাকার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৩ দিনব্যাপী সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ কক্সবাজারের ঝিলংজা হর্টিকালচার সেন্টারে বৃহস্পতিবার ২০ আগস্ট শুরু হয়ে শনিবার ২২ আগস্ট সম্পন্ন হয়েছে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস খামারবাড়ি, ঢাকার পরিচালক মোঃ মসীহুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন।

ঝিলংজা হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক মো: কুতুবউদ্দিন এর সভাপতিত্বে ও কৃষি তথ্য সার্ভিস খামারবাড়ি ঢাকার প্রেস ম্যানেজার কৃষিবিদ আব্দুল্লাহ আল মামুন এর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, কক্সবাজার জেলার উপপরিচালক ড. বিমল কুমার প্রামানিক, কৃষি তথ্য সার্ভিস কক্সবাজারের কর্মকর্তা মোঃ লোকমান হাকিম।

প্রধান অতিথি বলেন, একটি প্রতিষ্ঠানের প্রাণশক্তি হচ্ছে কর্মরত জনবল। যা মানব সম্পদ হিসেবে গণ্য। এ মানব সম্পদকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠান তার কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করে। প্রতিষ্ঠান সমূহ সক্রিয় জনশক্তির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। বর্তমান বিশ্বে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জনবলকে সুশৃঙ্খলভাবে চালিত করা। অর্থাৎ মানব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য হাসিল করা। যার মূল লক্ষ্য বিদ্যমান জনবল হতে সর্বোচ্চ কর্মশক্তি আদায় করা।

কক্সবাজারের উপপরিচালক ড. বিমল কুমার প্রামানিক তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে জ্ঞান ও দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই, আর সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ সেই দক্ষতা অর্জনের একটি কার্যকর মাধ্যম। আমি বিশ্বাস করি, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রশিক্ষণার্থীরা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে নিজেদের পাশাপাশি সমাজ ও দেশ গঠনে ভূমিকা রাখবে। ধন্যবাদ জানাই এমন একটি সফল ও ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য।

উল্লেখ্য এই সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণে কৃষি তথ্য সার্ভিস খামারবাড়ি, ঢাকার ৩২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশ নিয়েছেন।

-মো: লোকমান হাকিম, কৃতসা, কক্সবাজার

প্রিয় পাঠক, এখন থেকে অনলাইনে কৃষিকথা'র গ্রাহক হতে পারবেন। অনলাইনে গ্রাহক হতে QR কোড স্ক্যান করুন।

মাদারীপুরে ডাল ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএআরআই) মহাপরিচালক ড. মো. মঞ্জুরুল কাদির বলেছেন, ডাল বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ফসল। তাই এর আবাদ এবং উৎপাদন উভয়ই বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে দেশের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারবে। তিনি আরো বলেন, চাষাবাদে লবণাক্ততা এবং জলাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। এসব প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে সরকার কাজ করছে। ৯ আগস্ট মাদারীপুরের আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্রের হলরুমে ডাল ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, চাষাবাদে লবণাক্ততা এবং জলাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। এসব প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে সরকার কাজ করছে। খাদ্য উৎপাদনে যারা আছেন, আমরা আছি তাদের পাশে।

আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বৃহত্তর বরিশাল এবং ফরিদপুর অঞ্চলে ডাল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ডাল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. মো. আব্দুল মান্নান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) ফরিদপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মাদ খয়ের উদ্দিন মোল্লা, বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম এবং বরিশালের আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. গোলাম কিবরিয়া।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. মঞ্জুরুল কাদির

-নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

সারের সংকট নেই, পাচার রোধে কঠোর নজরদারির নির্দেশ কৃষি সচিবের

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব মো. সেলিম খান

দেশে সারের কোনো সংকট নেই, পর্যাপ্ত সার মজুদ রয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সেলিম খান। একই সঙ্গে কৃষকদের জন্য বরাদ্দকৃত সার যাতে কোনোভাবেই প্রতিবেশী দেশে পাচার না হয়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

শনিবার (১৫ আগস্ট) রাজশাহী অঞ্চলের কৃষি কার্যক্রম, মাঠ পর্যায়ে সার ব্যবস্থাপনা ও কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিদর্শনকালে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, সার ডিলার ও কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

সফরের প্রথম পর্বে সকাল সাড়ে ১০টায় রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার জাহানাবাদ ইউনিয়নের চান্দোপাড়া গ্রামে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বাস্তবায়িত 'মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি প্রদর্শনী'র মাঠ দিবস ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি প্রদর্শনী কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

মত বিনিময়কালে কৃষি সচিব বলেন, কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় কমানো ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার সারে ভর্তুকি এবং বিভিন্ন প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে। তিনি কৃষকদের পরিমিত ও সুষম সার ব্যবহারের আহ্বান জানান। একই সঙ্গে অসাধু সার ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেন। এ সময় মোহনপুরে পান গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

-কৃষিবিদ মোছাঃ ফরিদা ইয়াছমিন

পুষ্টি কর্নার : এম ডি-২ আনারস

'সুপার সুইট' খ্যাত এমডি-২ আনারস বিশ্ব বাজারে অত্যধিক চাহিদা সম্পন্ন অম্ল মধুর মিষ্টতায় (১৪% ব্রিক্স), ফলের শেল্ফ লাইফ ৩০ দিন, সুস্বাদু, পুষ্টিগুণ ও মনোমুগ্ধকর সুবাস সমৃদ্ধ ফল। আনারস অত্যন্ত সুস্বাদু, পুষ্টিকর ও মজাদার একটি ফল। এক খণ্ড (১৬৫ গ্রাম) আনারসে আছে খাদ্যশক্তি ৮২.৫ ক্যালরি, ফ্যাট ১.৭ গ্রাম, প্রোটিন ১ গ্রাম, কার্বস ২১.৬ গ্রাম, ফাইবার ২.৩ গ্রাম। এ ছাড়া রিকমেন্ডেড ডায়েটারি ইনটেক অনুযায়ী- ভিটামিন সি ১৩১%, ম্যাঙ্গানিজ ৭৬% ভিটামিন বি৬-৯%, কপার ৯%, থায়ামিন ৯%, ফোলেট ৭%, পটাশিয়াম ৫%, ম্যাগনেসিয়াম ৫%, নিয়াসিন ৪%, প্যানথেনিক এসিড ৪%, রিবোফ্লাভিন ৩%, আয়রন ৩%।

–কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস

ঠাকুরগাঁওয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলার রনশিয়া কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রে ১১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে কৃষি তথ্য সার্ভিসের উদ্যোগে "ঠাকুরগাঁও জেলার প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক" একটি কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রনশিয়া কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রে সভাপতি জনাব মোঃ আব্বাস আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ জনাব মোঃ মসীহুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঠাকুরগাঁও জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ জনাব মোঃ মাজেদুল ইসলাম। আরও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুরের আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ জনাব মোঃ শাহাদৎ হোসেন এবং পীরগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ জনাব মোঃ নাজমুল হাসান।

মঞ্চে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ জনাব মোঃ মসীহুর রহমান

প্রধান অতিথি বলেন-কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় হতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিসেবা ও পরামর্শ প্রদান এবং গ্রহণ করতে হবে। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও খামার ব্যবস্থাপনায় উদ্বুদ্ধকরণ করতে হবে। প্রধান অতিথি স্থানীয় খামার পরিদর্শন করে কৃষকদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন। প্রশিক্ষণে ৩০ জন কৃষক-কৃষাণী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

-মোঃ হারুন অর রশীদ, কৃতসা, রংপুর

পর্যায়ক্রমে আমদানি নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বরং চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত সার মজুত রয়েছে। সারের কৃত্রিম সংকটের কথা বলে যারা বিভ্রান্তি তৈরি করছে, তা একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ।

পেঁয়াজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ বিষয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, এ বছর এখন পর্যন্ত কোনো পেঁয়াজ আমদানি করতে হয়নি। আগে সংরক্ষণের অভাবে পেঁয়াজ পচে নষ্ট হতো। বর্তমানে প্রযুক্তির কল্যাণে ছয় মাস পর্যন্ত পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। আগামীতে ৩ লাখ টন পেঁয়াজ সংরক্ষণের অবকাঠামোগত সুবিধা তৈরি করা হবে।

কৃষিভিত্তিক দেশ হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যের কথা তুলে ধরে আমিন উর রশিদ বলেন, সরকারের মূল লক্ষ্য হলো ভবিষ্যতে কোনো কৃষিপণ্য যেন বাইরে থেকে আমদানি করতে না হয়। সে লক্ষ্যে উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি সংরক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, পাট বীজ, পেঁয়াজ বীজ ও আদার ক্ষেত্রে আমদানি নির্ভরতা থেকে পর্যায়ক্রমে বের হয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের বিষয়ে কৃষিমন্ত্রী জানান, আগামী বছর থেকে 'ব্রিধান ১১৮' নামের নতুন একটি ধানের জাতের চাষ শুরু হবে। এই জাতটি হাওর অঞ্চলে প্রচলিত সময়ের ১০ থেকে ১৫ দিন আগেই রোপণ করা সম্ভব হবে। ফলে আগাম বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষায় জাতটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এ সময় কৃষি সচিব মো. সেলিম খান উপস্থিত ছিলেন।

-মোহাম্মদ জাকির হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষিজমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের আয় বাড়ানোই অন্যতম লক্ষ্য: বাণিজ্যমন্ত্রী

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির

'আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প' এর আওতায় ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে জেলা পর্যায়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিগত বছরের বাস্তবায়ন মূল্যায়ন বিষয়ক জেলা কর্মশালা-২০২৬ অনুষ্ঠিত ।

শনিবার (১৫ আগস্ট ২০২৬) সিলেট নগরীর হোটেল মেট্রোর কনফারেন্স রুমে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির।

মন্ত্রী বলেন, সিলেট অঞ্চলে এখনো উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পতিত ও এক ফসলি জমি রয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে হাওর ও নিম্নাঞ্চলে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে পানি জমে থাকে। এসব এলাকার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা গেলে অনেক জমি আবাদে আনা সম্ভব হবে। একইভাবে সেচের অভাবে যেসব জমি বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে অনাবাদি থাকে, সেখানে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে এক ফসলি জমিকে দুই ফসলি এবং দুই ফসলি জমিকে তিন ফসলি জমিতে রূপান্তর করা সম্ভব।

তিনি বলেন, জলাবদ্ধতার পানি নিষ্কাশন এবং শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে খাল খনন একটি কার্যকর সমাধান হতে পারে। তিনি সিলেটে তরমুজ চাষের সাফল্যকে নতুন ও অপ্রচলিত কৃষিপণ্যের সম্ভাবনার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, আগাম তরমুজ উৎপাদনের মাধ্যমে সিলেটের কৃষকরা দেশের বাজারে বিশেষ সুবিধা পাচ্ছেন।

মন্ত্রী বলেন, সিলেটের মৌলভীবাজার ও শ্রীমঙ্গলসহ শীতপ্রবণ এলাকায় বিট চাষের সম্ভাবনা যাচাই করা যেতে পারে। স্বল্প সময়ে বিট উৎপাদন করা সম্ভব হওয়ায় একই জমিতে এর পাশাপাশি অন্য ফসলও চাষের সুযোগ রয়েছে। এ ধরনের কৃষিপণ্যের সম্ভাবনা যাচাইয়ে পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রবন্ধ উপস্থান করেন, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মো. শহীদুল ইসলাম। ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে জেলা পর্যায়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিগত বছরের বাস্তবায়ন মূল্যায়ন বিষয়ক তথ্য উপস্থাপন করেন আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক মো. রাকিব উদ্দিন।

সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার মো. মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. মোশাররফ হোসেন; সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রেজাউল হাসান কয়েস লোদী; সিলেট জেলা পরিষদের প্রশাসক আবুল কাহের চৌধুরী শামীম; সিলেট রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ভাইস চেয়ারম্যান বদরুজ্জামান সেলিম; সিলেট মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এমদাদ হোসেন চৌধুরী।

উক্ত কর্মশালায় সিলেট অঞ্চলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রগতিশীল কৃষক, কৃষি উদ্যোক্তা ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

-মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে রোপা আমন ধানের ব্লক প্রদর্শনীর চারা রোপণ কার্যক্রম শুরু

আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় রোপা আমন ধানের ব্লক প্রদর্শনীর চারা রোপণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১১ আগস্ট ২০২৬ পাবনা সদর উপজেলার পীরপুর গ্রামে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনা সদর এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনার উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রামানিক। প্রধান অতিথির

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনার উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রামানিক

বক্তব্যে উপপরিচালক বলেন, ফসল চাষাবাদে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার কৃষিকাজকে দ্রুত, সহজ এবং লাভজনক করে তুলেছে। পাওয়ার টিলার বা ট্রাক্টরের মাধ্যমে জমি তৈরি, রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে চারা রোপণ এবং কম্বাইন হারভেস্টার ও থ্রেসার ব্যবহারের মাধ্যমে ধান কাটা, মাড়াই করলে সময়, শ্রম, উৎপাদন খরচ বহুলাংশে সাশ্রয় হয়।

ট্রেতে চারা উৎপাদনের সুবিধা উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, এতে বীজের অপচয় রোধ হয়, সব চারা সমানভাবে ও সুস্থভাবে বাড়ে। শিকড়ের ক্ষতি না করে সহজে মূল মাটিতে রোপণ করা যায়। এ ছাড়া পরিচর্যা সহজ হয়, রোগবালাই কম হয় এবং অনেক কম জায়গা ও মাটিতে অধিক চারা উৎপাদন সম্ভব হয়। ট্রেতে উৎপাদিত ধানের চারা রাইস ট্রান্সপ্লান্টার মেশিনের সাহায্যে খুব কম খরচে ও কম সময়ে অধিক পরিমাণ জমিতে রোপণ করা যায়।

আধুনিক জাত ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর জোর দিয়ে উপপরিচালক বলেন, প্রতিনিয়ত আধুনিক জাত ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন হচ্ছে, এগুলো আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সমলয়ে চাষাবাদের মাধ্যমে ব্লক প্রদর্শনীতে নির্বাচিত ব্রিধান ১০৩ রোপা আমন মৌসুমের একটি উচ্চফলনশীল ও চিকন চালের আধুনিক জাত, ধানের দানা লম্বা ও চিকন। চাল সোজা এবং ভাত ঝরঝরে। চালে অ্যামাইলোজ পরিমাণ প্রায় ২৪ ভাগ এবং প্রোটিনের পরিমাণ প্রায় ৮.৩ ভাগ। গাছের কাণ্ড শক্ত ও মজবুত থাকে, ফলে সহজে হেলে পড়ে না এবং খড়ের পরিমাণ বেশি। বিঘাপ্রতি ফলন ২২-২৫ মণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রধান খাদ্য শস্য ধানসহ পেঁয়াজ, আলু, সবজি উৎপাদন ও সংরক্ষণে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের গুরুত্ব দিতে হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ মোঃ রাব্বি হাসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ জাকিরুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি অফিসার, পাবনা সদর, পাবনা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ মোঃ লুৎফর রহমান ও কৃষি তথ্য সার্ভিস পাবনার, সহকারী তথ্য অফিসার, বাদল চন্দ্র সরকার। এ ছাড়া উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ অফিসার মোঃ মোর্শেদুজ্জামান, সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপসহকারী কৃষি অফিসার নূর মোহাম্মদ ও প্রদর্শনীভুক্ত স্থানীয় কৃষক-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

-মোঃ গোলাম আরিফ, কৃষি তথ্য সার্ভিস, পাবনা

ময়মনসিংহে বাণিজ্যিকভাবে খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ শীর্ষক সেমিনার

বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ মোঃ মসীহুর রহমান, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা

ময়মনসিংহে বাণিজ্যিকভাবে খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ শীর্ষক দিনব্যাপী এক সেমিনার বুধবার নগরীর মাসকান্দায় কৃষি তথ্য সার্ভিস আঞ্চলিক কার্যায়ের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি তথ্য সার্ভিসের ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয় আয়োজিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কৃষি তথ্য সার্ভিস খামারবাড়ি ঢাকার পরিচালক কৃষিবিদ মো. মসীহুর রহমান। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ তৌফিক আহমদ খান।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যায়ের খাদ্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিভাগের প্রফেসর ড. মো. আব্দুল আলিম। বিশেষ অতিথি ও আলোচল হিসেবে ছিলেন, বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহের পরিচালক মো. রাফিউল করিম, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নেত্রকোনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোসা. আলতাফ-উন-নাহার।

সেমিনারে ময়মনসিংহ বিভাগের চার জেলার কৃষি বিভাগের উপপরিচালক, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাগণ, বাংলাদেশ বেতারের কর্মকর্তা, কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা, গণমাধ্যম কর্মীসহ ৫০জন অংশগ্রহণ করেন।

-মোঃ খোরশেদ আলম, কৃতসা, ময়মনসিংহ

খুলনায় প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় কৃষকের মধ্যে চারা, বীজ ও সার বিতরণ

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. নজরুল ইসলাম

৩ আগস্ট, ২০২৬ ইং তারিখ সকাল ১০ টায় মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং গ্রীষ্মকালীন সবজি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় চারা, সার ও বীজ বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো: নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সঞ্জয় কুমার দাস, উপপরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার, দৌলতপুর, খুলনা, মো: আব্দুস সামাদ, অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

কক্সবাজারে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আমন

শেষ পৃষ্ঠার পর

সোমবার (২৭ জুলাই) সকালে চকরিয়া ও মাতামুহুরী উপজেলার কৃষকদের মাঝে আমন ধানের বীজ বিতরণ করেন। এ সময় চকরিয়া উপজেলার সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আনোয়ারুল আমিন, চকরিয়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ইসরাত জাহান সুইটি, উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তাসহ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া ২৯ জুলাই (বুধবার) পেকুয়া উপজেলা কৃষি অফিসার ফারুক হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার রফিকুল ইসলাম এর নেতৃত্বে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বুলবুল আহমেদ, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা আজিজুর রহমান, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও কৃষক-কৃষাণী।

পর্যায়ক্রমে জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৮টি উপজেলায় এ কার্যক্রম জরুরিভিত্তিতে বিতরণ করা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কক্সবাজার জেলার উপপরিচালক ড. বিমল কুমার প্রামানিক বলেন, কৃষি বিভাগ সবসময় কৃষকদের পাশে রয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে সরকারের এ প্রণোদনা কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি কৃষকদের যথাযথভাবে বীজ ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধির আহ্বান জানান। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসনে বিভিন্ন সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

তিনি আরো বলেন, এবারে জেলায় ১০৭৭১ জন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জনপ্রতি ৫ কেজি হারে ৫৩ হাজার ৮ শত ৫৫ কেজি স্বল্পমেয়াদী, আধুনিক ও এলাকা উপযোগী আমন ধানের বীজ বিতরণ করা হচ্ছে।

মোঃ লোকমান হাকিম, কৃতসা, কক্সবাজার

সারের অনিয়ম-দুর্নীতিতে সরকারের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কথা বলেন। কৃষি সচিব বলেন, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো রাজশাহী বিভাগেও বর্তমানে সারের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়ার পাশাপাশি সারের সুষ্ঠু সরবরাহ নিশ্চিত করতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনো অসাধু ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে কৃষকদের দুর্ভোগে ফেলতে চাইলে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, সার ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। এ বিষয়ে সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছে। কৃষক যাতে সময়মতো ও ন্যায্যমূল্যে প্রয়োজনীয় সার পান, তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

সেলিম খান আরও বলেন, সার ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সারাদেশে মাঠপর্যায়ে সরেজমিন পরিদর্শন এবং কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে শনিবার রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলায় মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়।

কৃষকদের সারপ্রাপ্তির সমস্যা চিহ্নিত ও দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, সার ডিলার প্রতিনিধি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ড. আ. ন. ম. বজলুর রশিদের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আব্দুর রহিম এবং বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশনের (বিএফএ) চেয়ারম্যান মো. মোশাররফ হোসেন।

মোহাম্মদ জাকির হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়

মুন্সীগঞ্জ জেলায় কৃষি তথ্য সার্ভিস ঢাকা অঞ্চলের কৃষি উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ আয়োজিত

মুন্সীগঞ্জে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করছেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মো: মসীহুর রহমান

মুন্সীগঞ্জ জেলার প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক কৃষি উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ উপপরিচালক কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ হলে আয়োজিত হয়েছে। গত ৪ আগস্ট ২০২৬ কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা এর আয়োজনে ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মুন্সীগঞ্জের সহযোগিতায় আয়োজিত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মসীহুর রহমান, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস। তিনি তার বক্তব্যে বলেন দেশের কৃষিকে টেকসই ও লাভজনক খাতে পরিণত করতে দক্ষ কৃষি উদ্যোক্তা তৈরির কোনো বিকল্প নেই। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, উদ্ভাবনী চিন্তা, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন এবং বাজারমুখী কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে তরুণদের কৃষিতে সম্পৃক্ত করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, কৃষি এখন আর শুধু জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম নয়; এটি একটি সম্ভাবনাময় ব্যবসায়িক খাত। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে উদ্যোক্তারা উৎপাদন বৃদ্ধি, মূল্য সংযোজন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং আধুনিক বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি অন্যদের জন্যও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিসসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর সংস্থা কৃষকের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে বলে তিনি জানান। তিনি সরকারের কৃষিবান্ধব বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরে বলেন, কৃষিঋণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষক কার্ড, ডিজিটাল কৃষিসেবা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রমকে কাজে লাগিয়ে কৃষিকে আরও এগিয়ে নিতে হবে। একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পরিবেশবান্ধব ও স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. মোঃ হাবিবুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, মুন্সীগঞ্জে কৃষির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্যাকেজিং এবং অনলাইন বিপণনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যকে অধিক মূল্যবান করে তোলা সম্ভব। তরুণ উদ্যোক্তারা এ খাতে এগিয়ে এলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং স্থানীয় অর্থনীতি আরও সমৃদ্ধ হবে।

প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন মোঃ তাজুল ইসলাম, জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, মুন্সীগঞ্জ, ডঃ মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মুন্সীগঞ্জ, মোঃ সামির হোসাইন সিয়াম, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মুন্সীগঞ্জ। প্রশিক্ষণে ডিজিটাল মার্কেটিং, কৃষি ব্যবসা পরিকল্পনা, বাজার বিশ্লেষণ পদ্ধতি, বীজের ধারণা, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের ফসল সংগ্রহোত্তরের টেকসই কৌশল ও প্যাকেজিং নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সাবরিনা আফরোজ, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসারের সমন্বয়ে আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণে মুন্সীগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলার ৩০ জন কৃষি উদ্যোক্তা উপস্থিত ছিলেন।

-সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা, ঢাকা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় দেশব্যাপী "৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ" কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হর্টিকালচার সেন্টার খয়েরতলা যশোর ও প্রথম আলো বন্ধু সভার যৌথ উদ্যোগে গত ২৭ জুলাই/২০২৬ইং তারিখে সকাল ১১টায় যশোর, সখিনা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়।

- মো: আসাদুজ্জামান, কৃতসা, খুলনা

সারের ঘাটতি নেই, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

কৃষকরা আগের তুলনায় আরও আগে ধান কাটতে পারবেন। আগাম বন্যা ও বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই ধান কেটে ঘরে তোলা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে হাওর অঞ্চলের কৃষকরা আগাম বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে অনেকটাই রক্ষা পাবেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনে কৃষিপণ্যকে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এজন্য উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি কৃষিপণ্যের আধুনিক প্যাকেজিং, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মাননিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্যাকেজিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা হবে। পরে মন্ত্রী বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিসহ কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময় এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আভ্যন্তরীণ গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা-২০২৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং বক্তব্যে বলেন, আগামী বাজেটসমূহে গবেষণা খাতে বরাদ্দকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

আগামী দিনের খাদ্য নিরাপত্তায় নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশ দেন।

-মোহাম্মদ জাকির হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়

খুলনায় প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় কৃষকের

৫ ম পৃষ্ঠার পর

করেন শামীম আরা নিপা, মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার, দৌলতপুর, খুলনা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন হিরণময় কুন্ডু, উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ অফিসার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ২০০ জন কৃষক-কৃষাণীর মাঝে চারা, বীজ ও সার বিতরণ করা হয়। ১০০ জন কৃষকদেরকে জন প্রতি ৫টি নারকেলের চারা, ৫টি বাঁশের খুটি, ২৫ কেজি জৈবসার বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। বাকি ১০০ জন কৃষককে ৩০০ গ্রাম হারে ৭ প্রকার সবজি বীজ, ১৫ কেজি ডিএপি সার, ১৫ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হয়।

-মো: আসাদুজ্জান, কৃতসা, খুলনা

গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সুফল নিশ্চিতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

সচেতন থাকলে কোনো ষড়যন্ত্রই দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। কৃষি মন্ত্রী বলেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দেশের মানুষ যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করেছে, ভবিষ্যতেও অন্যায় ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একইভাবে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। একটি মহল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে এখনো ষড়যন্ত্র করছে। তারা বিভিন্ন অজুহাতে দেশে অস্থিতিশীল ও উচ্ছৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করতে পারে। তাই দেশের মানুষকে সবসময় সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকলে কোনো ষড়যন্ত্রই গণতন্ত্রের পথ থেকে বাংলাদেশকে পিছিয়ে দিতে পারবে না।

মন্ত্রী বলেন, গণতান্ত্রিক সমাজে মতের পার্থক্য থাকতেই পারে। একজন যে বিষয়টি যেভাবে দেখেন, অন্যজন সেভাবে নাও দেখতে পারেন। কিন্তু ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং পারস্পরিক সহনশীলতাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। জনগণের যৌক্তিক মতামত ও শক্তিকে সরকার গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে। দেশের স্বার্থে জনগণের মতামতকে সম্মান জানিয়ে সরকার দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করে যাবে।

তিনি আরও বলেন, যারা অতীতে স্বৈরাচারী ও অন্যায় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল, তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে পারে। সুযোগ পেলে তারা আবারও দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। তাই অতীতের ত্যাগ ও আত্মত্যাগকে স্মরণ করে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। অনেক জীবন ও অঙ্গহানির বিনিময়ে যে পরিবর্তন অর্জিত হয়েছে, কোনো ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সেই অর্জনকে নস্যাৎ হতে দেয়া যাবে না।

তিনি বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহতদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তাদের যেকোনো সমস্যা বা প্রয়োজনের কথা সংশ্লিষ্টদের জানাতে হবে। আহতদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও কল্যাণে সরকার এবং সমাজের সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে জুলাই আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসা সহায়তার জন্য মানবিক সংগঠন 'বিবেক'-এর পক্ষ থেকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক ও মানবিক সংগঠন 'বিবেক'-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ইউসুফ মোল্লা টিপু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লার জেলা প্রশাসক মিজ রোজী আক্তার, কুমিল্লার সিভিল সার্জন ডাঃ আলী নুর মোহাম্মদ বশীর আহমেদ এবং কুমিল্লা মডার্ন হাই স্কুলের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি নিজাম উদ্দিন কায়সার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফেস দ্য পিপল-এর সম্পাদক সাইকুর রহমান সাগর।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, কুমিল্লা মহানগরের সাবেক আহ্বায়ক আবু রায়হান।

-মোহাম্মদ জাকির হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়

পেঁয়াজ সংরক্ষণে নতুন করে ১৫ হাজার এয়ার

শেষ পৃষ্ঠার পর

উৎপাদন বাড়িয়ে ভবিষ্যতে পেঁয়াজ রপ্তানি করা হবে।' উল্লেখ্য, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনে পেঁয়াজ সংরক্ষণের প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২৫ সালের মে মাসে শুরু হওয়া প্রকল্পটি ২০২৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১১ কোটি ৭৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা। প্রকল্পটির অর্থায়ন করছে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড। প্রকল্পটি পাবনা, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, মাগুরা, ঝিনাইদহ, মানিকগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, মেহেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, রংপুর ও বগুড়াসহ ১৬ জেলার ১০৭টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় পেঁয়াজের সংগ্রহোত্তর পচন রোধে ৩ হাজার ৭০০টি পরিবেশবান্ধব এয়ার ফ্লো মেশিন স্থাপন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ পচনের হাত থেকে রক্ষা করা এবং দেশের আমদানি ব্যয় কমানো সম্ভব হবে। প্রকল্পের আওতায় কৃষকপর্যায়ে ৩ হাজার ৯০০ জন কৃষককে কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ।

-মোহাম্মদ জাকির হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়

সারের ঘাটতি নেই, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, দেশে সারের কোনো ঘাটতি নেই। সার নিয়ে সংকটের যে গুজব ছড়ানো হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সরকার নির্ধারিত ন্যায্য মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সার বিক্রি করে কেউ কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মন্ত্রী গত ২৮ জুলাই ২০২৬ গাজীপুরের জয়দেবপুরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশে পর্যাপ্ত সার মজুদ রয়েছে এ ছাড়া পাইপলাইনে পর্যাপ্ত সার সরবরাহ ও প্রাপ্যতা রয়েছে। কিছু অসাধু ব্যক্তি সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সার বিক্রি করে কৃত্রিম সংকট তৈরির চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে সরকার অত্যন্ত সতর্ক রয়েছে। সার সরবরাহ ও বিক্রয় পরিস্থিতি আরও কঠোরভাবে মনিটরিং করা হবে। কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির যেকোনো অপচেষ্টা কঠোরভাবে দমন করা হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ে আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের ব্রিফ করছেন কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে কৃষিমন্ত্রী বলেন, কোনো পণ্যের সরবরাহে ঘাটতি না থাকলে সেই পণ্যের দাম অযৌক্তিকভাবে বাড়ার কথা নয়। বাজারে পণ্য রয়েছে, সরবরাহও রয়েছে-তাহলে দাম কেন বাড়ছে এবং এর পেছনে কী ধরনের মেকানিজম কাজ করছে, তা খুঁজে বের করতে হবে। কৃষিপণ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট সব বিভাগ ও সংস্থাকে আরও সক্রিয় ও সচেতনভাবে কাজ করতে হবে।

গবেষণা প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী বলেন, পৃথিবীকে এগিয়ে নিতে হলে গবেষণার জন্য গবেষণা নয়, মানুষের প্রয়োজন ও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী গবেষণা করতে হবে। দেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো ইতোমধ্যে অনেক নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে, যা কৃষক ও সাধারণ মানুষের উপকারে আসছে।

তিনি বলেন, আগামী মৌসুমেই হাওর অঞ্চলে নতুন জাতের ব্রিধান ১১৮ এর প্রায় ৩০ টন বীজ সরবরাহ করা হবে। এর ফলে

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সুফল নিশ্চিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কুমিল্লা জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে জুলাই স্মৃতি সমাবেশ ২০২৬ থেকে তোলা ছবি

কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, বাংলাদেশের মানুষ যাতে সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে এবং স্বাধীনতার সুফল পায়, সে লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ও সচেতন থাকতে হবে।

শনিবার (১ আগস্ট) কুমিল্লা জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে জুলাই স্মৃতি সমাবেশ ২০২৬-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, অন্যায়, অনিয়ম ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষ সজাগ ও

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

কক্সবাজারে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আমন ধানের বীজ বিতরণ

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে আমন ধানের বীজ বিতরণ করা হচ্ছে

২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রণোদনা ও পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় কক্সবাজার জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসন এবং আমন চাষে উৎসাহিত করতে আমন ধানের বীজ বিতরণ করেছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

রবিবার (২৬ জুলাই) রামু উপজেলা কৃষি অফিসার তানজিলা রহমান রামু উপজেলার বীজ বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

চকরিয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাহনাজ ফেরদৌসীর সভাপতিত্বে এবং চকরিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহীন দেলোয়ার

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

সম্পাদক : কৃষিবিদ শেখ ইফ্‌ফাত আরা ইসলাম, সহকারী সম্পাদক: কৃষিবিদ ইমরান খান
গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন। মুদ্রণে: কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd